মহাগুরু লেনিনকে ডিফেন্ড করতে অক্ষম–অযোগ্য শিষ্যদের সম্বল কেবল গালাগাল আর মিথ্যাচার

লেনিনবাদীদের মহাগুরু লেনিন রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ সাধনে একটি পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল দল– বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠায় মূল নেতা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ–সুবিধায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে রাত্রি কালে ক্ষমতা দখল করে লেনিন সরকার গঠন করে। লেনিনের সরকারের অধীনে লেনিনের দলের বহুল ঘোষিত ও প্রত্যাশিত সাংবিধানিক সংসদের নির্বাচনে লেনিন গোহারা হেরে লেনিনের দলের প্রতিষ্ঠাকালীন বিবৃতি ও ৩৫ দফা কর্মসূচির সাথে বৈরী ও সামঞ্জস্যহীন একটি সংবিধান প্রনয়ণ করে সেই ১৯১৮ সালের সংবিধানমূলে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেটিকে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র; রাষ্ট্র দখলের রাত্রিকালীন সেনা অভ্যুত্থানকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব;বলশেভিক পার্টিকে একটি কমিউনিস্ট পার্টি; এবং কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কর্তা

মার্কসকে উদ্দেশ্যমূলে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকথিত মার্কসবাদের প্রডিউসার সাজিয়ে নিজেকে মার্কসের মতবাদের সফল রূপায়নকারী হিসাবে চিত্রিত ও চিহ্নিত করে। দেশে-বিদেশে বিরোধী ও বৈরী পক্ষকে দমন করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত ও প্রসারিত করতে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে লেনিন ও ট্রটস্কি প্রতিষ্ঠা করেন তথাকথিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক যা পরে একক সিদ্ধান্তে বিলোপ করেন লেনিনবাদী বড় মোড়ল স্তালিন।

পুঁজিপতিরা পুঁজির শর্তে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ, বৈরীতা, সংঘাত, যুদ্ধ করে। লেনিনও সেই ধরণের বিরোধ ও বৈরীতায় পড়েছেন বিশেষত লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমর্থন করেনি গতানুগতিক পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো। তবে, লেনিনের নিকট হতে সুবিধাপ্রাপ্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনে প্রথম হামলাকারী জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয়কাল পর্যন্ত লেনিনের বিপক্ষে যায়নি।

লেনিন সহ দুনিয়ার তাবৎ রাষ্ট্র নেতারা জানতেন যে লেনিন যা প্রতিষ্ঠা করছে তা একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র। কিন্তু, লেনিন যখন এটিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জাহির করছে তখন লেনিনের মতোই জেনে-বুঝে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র

হিসাবে চিহ্নিত ও শনাক্ত করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একচ্ছত্র স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুৎসিত রাজনৈতিক চেহারাটাকে সামনে এনে লেনিন বিরোধীরা কথিত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়েছে। অতঃপর, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্রকে উভয়পক্ষ মিলে মিশে একাকার হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে একটি জঘন্য ব্যবস্থা হিসাবে দুনিয়ার মজুরদের সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে।

লেনিনের হাতে তৈরী ভারতীয় পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হলেও লেনিনবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নাম ধারী দলের বড় মোড়ল মাও জেদুং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে স্তালিনদের সমর্থনে ক্ষমতা দখল করে আর ভিয়েতনামে হোচিমিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপঢৌকনস্বরূপ জার্মানীকে ভাগ করে পূর্ব জার্মান সহ ইউরোপের একটা অংশে নানান রংয়ের রাজনীতিকেরা রাতারাতি রং বদল করে লেনিনবাদী হয়ে লেনিনবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জাহির করল। খুনি পলপট , বর্বর কিম এবং কথিত বীর ফিদেল প্রমুখ নিজ নিজ দেশে চরম একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাজারে প্রচার করে।

প্রধানত লেনিনের দলের আর্থিক সহ নানানরকম সহযোগিতায় আফ্রিকার কতিপয় দেশ ছাড়া দুনিয়ার প্রতিটি দেশে গড়ে উঠে নানান নামের লেনিনবাদী পার্টি। তবে, কোনো পার্টিই অটুট ছিল বা বিভক্ত হয়নি তেমন নজির পাওয়া দুস্কর। কিন্তু, সকল দল–উপদল বা গ্রুপ তাদের আদর্শিক গুরুর গুরু–মহাগুরু মানে বটে লেনিনকে।

আমিও জীবনের ৩০ বছর অপচয় করেছি লেনিনবাদী হিসাবে। তন্মধ্যে, দুই যুগেরও বেশী কাল ছিলাম দলীয় শীর্ষ মোড়লমন্ডলীর এক মোড়ল।

কিন্তু, দল হতে অব্যাহতি নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফসল হিসাবে ২০১০ সালে আমার লিখিত– লেনিন চীট এন্ড ব্রিটেয়িং মার্কস সো আই এম এফ – দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড ..... বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর হতে অদ্যাবদি লেনিনবাদী ঘরানার নানান তরিকার মোড়ল–মাতুব্বর এবং তাদের অনুসারীরা তথা মহাগুরুর শিষ্যরা তাদের মহাগুরু লেনিনকে তথ্য–প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে দায়মুক্ত করতে ডিফেন্ড করতে না পারলেও আমাকে গালাগাল দিতে যেমন কসূর করছে না তেমন করে যাচ্ছে লাগামছাড়া মিথ্যাচার।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করার এখতিয়ারতো স্বীকৃত। অভিযুক্তের সমর্থকরাও সেরূপ এখতিয়ার সম্পন্ন। কিন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সত্যি সত্যি দোষী হয়ে থাকে তখন তার বা তার সমর্থকদেরতো নির্দোষী প্রমাণের সুযোগ থাকে না। তবে, ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক দুস্কর্মকারী নিজের দুস্কর্মের পরিণতি ভোগের দায় এড়াতে মূল বিষয়কে ধামা-চাপা দিতে বা দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাচার, গালাগাল ও ঝগড়া করা সহ যে কোনো কিছু বলে থাকে। লেনিনবাদীরা আকথা-কুকথা বলা, মিথ্যাচার ও গালাগালের দুস্কর্মের সেই ধারা হতে বাইরে থাকে কি করে? উল্লেখ্য, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে লেনিন দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অগণন দুস্কর্ম সংঘটন করেছে এবং সেসবের কিছু আমরা প্রমাণসহ উপস্থাপন করে কেবল অভিযুক্ত নয় বরং লেনিনকে দোষী হিসাবে শনাক্ত ও চিহ্নিত করেছি।

লেনিনবাদীরা নিজেরাও লেনিনবাদী দোষণীয় কাজগুলো করে যাচ্ছে মজুরদের বিপক্ষে। তাই, তারা নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেদের রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার বদ মতলবে অথচ লেনিনকে ডিফেন্ড করতে অক্ষম-অযোগ্য হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বানোয়াটি মিথ্যাচার ও

গালাগাল করে যাচ্ছে। তবে, লেনিনবাদীদের মধ্যে যদি সত্যি সত্যি কেহ পুঁজিহীন, শোষণহীন, শাসনহীন সমাজ–কমিউনিজম যা অর্জন করবে কেবলমাত্র এবং একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী সেই কমিউনিজমের জন্য কাজ করে নিজেকেও মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসাবে কাজ করতে চায় তাহলে তিনি আমাদের লেখা বইগুলো কমিউনিজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে সেগুলোতে যদি কোনো ভুল–ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা পান তবে তা চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনে আমাদেরকে যেমন সহযোগিতা করবেন তেমন তিনি নিজেও বিষাক্ত লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু, দুনিয়ার মজুরদেরকে ভাগ–বিভাগ করে যারা পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে তৎপর তারাতো সত্য স্বীকারে কেবল অক্ষম নয় বরং নিজেদের দুস্কর্মসহ মহাগুরু লেনিনকে ডিফেন্ড করতে অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গালাগাল ও মিথ্যাচারকে সম্বল করতে লজ্জা বোধ করছে না। আমি ও আমরা কমিউনিজমের পক্ষে প্রতিনিয়ত লেখা–লেখি করছি ফেস বুক সহ নানান মাধ্যমে।

উপরে বর্ণিতটি বইটি ছাড়াও আমাদের প্রকাশিত উল্লেখ্যযোগ্য বই/নিবন্ধ/বক্তব্য হচ্ছে–

(১) লেনিনের সংবিধান বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়ে জঘন্য।

(২) বাংলাদেশের সংবিধান না সমাজতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক মাওয়ের চীন আরো জঘন্য। (৩) শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তেহার।

(৪) কমিউনিস্টতো নয়ই জন্মসূত্রেও বলশেভিকরা খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম। (৫) লেনিনবাদীরা { সি পি এস ইউ–সি পি আই (এম) } কমিউনিস্ট পার্টির অনুবাদেও কারসাজি করেছে।

(৬) পুঁজির পরিণতি।

৭) কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো (ইংরেজী ও বাংলা)।

(৮) কমিউনিজমের জন্য।

(9) Lenin A Villain In History.

(10) Fall of USSR Self-Term.

(11) No Leninist Party is Communist Party.

(১২) আমি কেন স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনে।

(১৩) পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

(১৪) লেনিন কি কমিউনিস্ট ছিলেন?

(১৫) কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

(১৬) পুঁজি থাকছে না।

(১৭) রচনাত্রয়ী– বিজ্ঞান , পুঁজি কেন থাকবে না, মজুর এবং গুরু।

(18) Capitalism and socialism.

(19) For Communism.

(20) Communist Party.

(21) Leninism is Nothing But the Corruption of Science of Communism.

(22) A Declaration of The Channel Emancipation.

(23) Basic Concept and Rules of ICWF.

(24) Conditions For The Emancipation.

(25) Atheism is not for emancipation.

(26) Bolshevik party was not a communist party.

(27) Lenin was not a communist.

(28) About Communism.

(29) Was Che a Communist Revolutionary?

(৩০) কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন আবশ্যক কিন্তু কেন?

(৩১) চ্যানেল মুক্তির ঘোষণা।

(৩২) ফিরে দেখা সোভিয়েত ইউনিয়ন।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্র , সমাজতন্ত্র, লেনিন ও লেনিনবাদ বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ, মত-অভিমত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতো উল্লেখিত বই-পুস্তকের নামের দ্বারাই স্পষ্ট হয়েছে। তবু, আমাদের বইগুলোতে বিবৃত কোনো বক্তব্য যদি ভুল বা অসত্য বা বানোয়াটি হয় তবে, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে লেনিনবাদীরা সহ যে কেহ তাহা যুক্তিযুক্তভাবে বলতে বা খন্ডন করতেই পারে। কিন্তু, গালিবাজ লেনিনীয় মোড়ল ও মাতুব্বরবৃন্দ, আপনারা কেহ কিন্তু আপনাদের মহাগুরু লেনিনকে ডিফেন্ড করতে প্রমাণ করেননি যে-

(১)জন্মসূত্রেই বলশেভিক পার্টি একটি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী দল ছিল না।

(২) বলশেভিক পার্টি একটি পরিকল্পিত সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে রাত্রিকালে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি।

(৩) রাতের বেলায় ক্ষমতা দখল করে গঠিত লেনিনের কথিত বিপ্লবী সরকার সাংবিধানিক সভার নির্বাচনে ভোটারদের রায়ে পরিত্যাক্ত হয়নি।

(৪) লেনিন তার দলের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির প্রতি সমর্থনদানকারীদের সাথে প্রতারণা করে এবং লেনিনের নিজের জারীকৃত ভূমি ডিক্রি অস্বীকার করে সংবিধান সভা বাতিল করে একটি চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি।

(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথিত জনগণের পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপটিদেরকে ক্ষমতার মালিক গণ্যে প্রজাতন্ত্র নয় বরং লেনিন কার্যত সেনা-আধিক্যের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার অনুমোদিত ১৯১৮ সালের সংবিধান মূলে প্রতিষ্ঠা করেনি।

(৬) মৃত্যু পর্যন্ত লেনিন তার রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও লেনিনের ১৯১৮ সালের সংবিধানে লেনিনের দখলীয় পদটির ক্ষমতা-এখতিয়ার সহ পদাধিকারীর নিয়োগ-অপসারণের বিবরণ বিবৃত হওয়া সহ সেই পদটি উল্লেখিত ছিল।

(৭) ১৯১৮ সালের সংবিধানমূলে লেনিন রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেই রাষ্ট্রটির প্রধান নির্বাহী হিসাবে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনে রাশিয়ার মজুরদের শ্রম-শক্তির প্রধান ক্রেতা হিসাবে শোষকদের গ্যাং লিডার হিসাবে লেনিন তার রাষ্ট্রের মজুরদেরকে আমেরিকার শ্রমিকদেরকে থেকে অধিক হারে শোষণ করেনি।

(৮) লেনিনের রাষ্ট্রে পণ্য, পুঁজি, মজুরি, বেচা-কেনা, শোষণ ইত্যাদি ছিল না।

(৯) এক বিশাল সেনা, পুলিশ, রাষ্ট্র রক্ষী বাহিনী ও আমলাতন্ত্র সমেত লেনিনের রাষ্ট্রের তাবৎ খরচ শোষিত মজুরেরা বৈ আর কেহ দিয়েছে।

(১০) লেনিনের রাষ্ট্র শোষিত মজুর সহ প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের একটি যন্ত্র ছিল না।

(১১) বাজারের সাথে মজুরির সামঞ্জস্য বিধানে আন্দোলনকারী মজুরদের মিছিলে গুলি করে শ্রমিক হত্যা করতে লেনিন তার রাষ্ট্র যন্ত্র ব্যবহার করেনি।

(১২) লেনিন বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করেনি।

(১৩) লেনিনের দলের পেশাদার রাজনীতিকদের যাবতীয় খরচ শোষিত–পীড়ত মজুরেরা ছাড়া আর কেহ দিয়েছে।

(১৪) মজুরের মজুরি প্রদান না করা বুর্জোয়া আইনেও দন্ডনীয় অপরাধ। উল্লেখ্য, প্রদত্ত মজুরির চেয়ে মজুরের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত–মূল্য যতোটা বেশী হয় সেই বেশীটা মজুরের মজুরির হতে কত শতাংশ বেশী তা দিয়ে শোষণের হার নির্ণয় করেছিলেন মার্কস। কিন্তু, মজুরদেরকে মজুরি না দিয়ে শোষণের হার নির্ধারণ করার সুযোগ নাই। যদি লেনিন তেমনটা করে থাকে তবে লেনিনও হিসাবের অযোগ্য হারে শোষণ চালু করেছিল। অতঃপর,রাষ্ট্রীয় তহবিলের বহর বাড়াতে কমিউনিস্ট শনিবার নাম দিয়ে শনিবারের মজুরী এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের ফতোয়ায় বাধ্যতামূলক ওভারটাইমের মজুরি মজুরদের অপরিশোধ করা নয় বরং আপনাদের কথিত শ্রমিকদের কথিত ত্রাণকর্তা মহামতি লেনিন মজুরদের বিবৃত সময়ের মজুরি আইন সম্মতভাবে পরিশোধ করেছিলেন।

(১৫) লেনিন তার রাষ্ট্রে বহু ধাপের বৈষম্যমূলক মজুরি চালু করেনি।

(১৬) লেনিন তার রাষ্ট্রের খরচ নির্বাহে কৃষকদের নিকট হতে দুধ-ডিমও কর হিসাবে পরিশোধে কৃষকদেরকে বাধ্য করেনি।

(১৭) লেনিন তার ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারী-পুরষে ভেদা-ভেদ করেনি।

(১৮) বর্বর হাম্মুরাবীর কোড অপেক্ষা লেনিনের ১৯১৮ সালের সংবিধান জঘন্য ছিল না।

(১৯) ১৯১৮ সালের সংবিধান দ্বারা গঠিত লেনিনের রাষ্ট্র জারের ১৯০৬ সালের সংবিধান দ্বারা গঠিত স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল না।

(২০) কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিতে দুনিয়ার মজুরদেরকে একত্রিত করতে নয় বরং কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি দ্বারা দুনিয়ার মজুরদেরকে ভাগ-বিভাগ ও জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত করানোর মাধ্যমে মজুরদের নিজ শ্রেণী পরিচয় মুছে দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে লেনিন-ট্রটস্কি তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক গঠন করেনি।

(২১) জাতীয় মুক্তির রাজনীতি মূলে দুনিয়ায় যতোগুলো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে রাষ্ট্রগুলোর সুযোগ–সুবিধাভোগী এক দংগল পরজীবী সহ পুঁজিপতি শ্রেণী বৈ মজুর শ্রেণী।

(২২) পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা বৈ লেনিনের কথিত মার্কসবাদ –যা একটি মতবাদ তা রচনা করেছিলেন মার্কস।

(২৩) মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং এ্যাংগেলস কর্তৃকও ব্যাখ্যাত কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ করে লেনিন তার লেনিনবাদ রচনা করেনি ।

(২৪) ডাস ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সহ মার্কস–এ্যাংগেলস দুজনেরই রচিত নানান বইতে পুঁজি , পুঁজিতন্ত্রী সমাজের উত্থান, বিকাশ ও পতন বিষয়ে যে সব বিবৃতি দিয়েছেন তা লেনিন অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেনি।

(২৫) সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে মার্কসের বিবৃত সংজ্ঞাকে লেনিন ভুল বলে চিহ্নিত না করেই সেটিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে নতুন অথচ ভুল সংজ্ঞা তৈরী করেনি।

(২৬) লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়ল গং ক্ষমতাসীন হতে বা ক্ষমতাসীন হয়ে দাসতন্ত্রের শোষকদের রাজনৈতিক বোধে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ প্রবণতায় নিজ নিজ সহযোগী ও দলীয় নেতা-কর্মী সহ বিরোধীপক্ষকে খুন করা সহ নানান দন্ডে দন্ডিত করেনি।

(২৭) মানুষে মানুষে অসমতা ও বিভাজন বিষয়ে দাস প্রভুদের সৃষ্ট রাজনৈতিক বোধ এবং মূর্তি পূজা সহ তদানুরূপ রীতি-নীতি, সংস্কৃতি লেনিনবাদে স্বীকৃত ও চর্চিত নয়।

এমনকি, আপনারা লেনিনের শিষ্যরা কেহই অদ্যাবদি এটাও প্রমাণ করেনি যে লেনিনের দল বিশেষত সি পি এস ইউ তার রাজনৈতিক বদমতলবে মার্কস ও এ্যংগেলসদের রচনাবলী বিকৃত করেনি আর হালে দুনিয়ার ২ নম্বর বৃহৎ লেনিনবাদী দল- সিপিআই (এম) মূল কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারকে বিকৃতি করে জালিয়াতিমূলে একটি ভুয়া-মেকি কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার প্রস্তুত করেনি। কিন্তু, খুন-খারাবীর হুমকি-ধামকি ও খিস্তি-খৈউড় করা সহ নানান গ্রুপ এবং গণশক্তি সহ সিপিআই (এম) এর বিভিন্ন অন-লাইন গ্রুপ হতে আমাকে ব্লক করে বিষয়টি গোপন করার অপচেষ্টাতো কম করেননি। যদিও আমরা সাজা বা দন্ডের পক্ষে নই তবু অনেক অনেক লেনিনবাদী মাতুব্বরের মিথ্যাচারের জবাবে বহুদিন হতে বলে

যাচ্ছি যে যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে বর্ণিত দল দুটো কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার সহ মার্কস–এ্যাংগেলসদের রচনা সমূহ জাল–জালিয়াতি ও বিকৃত করার মতো দুস্কর্ম করেনি তবে তারা একক বা সম্মিলিতভাবে যে দন্ড বা সাজা দিবে তা আমি ও আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু, অদ্যাবদি একটিও দন্ডাজ্ঞা পত্র পাইনি।

অথচ,ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বৈধ উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে রক্ষা করতে দাস সমাজের শাসক শ্রেণী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানকে বাস্টার্ড বলে চিহ্নিত করে বাস্টার্ডদেরকে উত্তরাধিকার গণ্য না করে জন্মদাতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করেছে। আবার স্বামীর সম্ভোগের সম্পত্তি বৈ আর কারো সাথে মেলা–মেশাকে চরম দন্ডনীয় অপরাধ গণ্যে স্ত্রীদেরকে স্বামীর ভোগ–দখলীয় গণ্যে সেরূপ আচার–আচরণও স্থির করে নিদান দিয়েছে তারা। সেসব নিদানকে মাহাত্ম দিয়ে নারীর অংগাদিকে গালাগালের উপজীব্য বানালেও দাসতন্ত্রের বর্বর শোষক– শাসকদের সেই হিংস্র বোধ হতে মুক্ত নয় বটে আমাদেরকে গালাগাল দেওয়া লেনিনবাদীরাও। বাস্টার্ড সহ আরো যেসব গালাগাল তারা দিয়েছে বা দিচ্ছে সেসবের সবগুলো সংগত কারণেই বলা যাচ্ছে না। তবে,উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে–

(১) আমি সি আই এ'র এজেন্ট। (২) পুঁজিপতিদের দালাল। (৩) এনজিওদের দালাল। (৪) দালালী ভাতায় ঢাকায় আমার বেশ কয়েকটি বাড়ী, গাড়ী আছে ; এবং ব্যাংক ব্যালেন্সও কম নাই। (৫) কিতাব পড়া কিট বৈ আমি কখনো কোনো আন্দোলন করিনি। (৬) চরম অজ্ঞ, মূর্খ তবে সৌখিন বিপ্লবীপনার ছলে মহাগুরু লেনিন ও লেনিনের বড় মাপের শিষ্যদের কুৎসা রটনা করি। (৭) শাহবাগের আড্ডাবাজ।

নিশ্চয়ই, আমরা আমাদের বক্তব্য ও কাজের জবাবদিহীতা হতে মুক্ত নই। তাই, আমাদের বক্তব্য বিষয়ে লেনিনবাদী সহ কারো কোনো মতামত, অভিমত, ভিন্ন মত, গালাগাল ইত্যাদি যখনই গোছরীভুক্ত হয় তখনই আমাদের নীতিগত অবস্থান হতে সে বিষয়ে মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকি। তবে, শোষণের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে যে কোনো মূল্যে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করতে শোষকদের সৃষ্ট তর্ক-বিতর্ক ও কুতর্ক বা ঝগড়া-বিবাদ করার নীতি আমরা নীতিগত কারণেই পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করি। কারণ, বৈজ্ঞানিক সত্য যেমন কারো বোধ-বিশ্বাসের বিষয় নয় তাই, বিজ্ঞান কে মানে বা মানে না তা দেখার বিষয় নয় বিজ্ঞানীর। তাই, বৈজ্ঞানিক

সত্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করা বৈ তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। আবার তর্ক-বিতর্ককারীরা জয়ের নেশায় মত্ত থাকে বলে কথার পিঠে কথা বলা, বানোয়াটি কথা বলা সহ ঝগড়ায়ও লিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষ যে মানুষ তাও বিবেচনা না করে নানান কুৎসিত শব্দরাজি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে অবদমনের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-আধিপত্য জাহির করতে সচেষ্ট থেকে নিরেট মূর্খ ও নিকৃষ্ট হিসাবে শনাক্ত করে প্রতিপক্ষের মর্যাদা হানি করে থাকে যা মানুষে মানুষে সমান এইরূপ বোধের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু, কমিউনিজম হচ্ছে সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। আমরা কমিউনিজমের পক্ষে।তাই, বিজ্ঞান ও সমতার বোধ মতো জীবনাচারে সচেষ্ট। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লব শোষক পুঁজিপতিদের শোষণমূলক অবস্থানটা বিলীন করবে বটে কিন্তু, পুঁজিপতিরাও যে মানুষ এবং মানুষ হিসাবে সমান মর্যাদাসম্পন্ন সে কথা কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কস্মিণকালে ভুলবে না কমিউনিজমের বোধেই। কমিউনিস্টরা পীর বা গুরু নয় যে কাউকে দীক্ষা দিবে বা নয় তারা দৈবজ্ঞ বা মেসেঞ্জার যে অন্যদেরকে অজ্ঞ-মূর্খ সাব্যস্তে নিজেদেরকে বিজ্ঞ সাজিয়ে উঁচা আসনে বসে নীচের কাতারের অধিত ও অজ্ঞজনদের কথিত জ্ঞানদান বা আলোকিত করার দৈববাণী বা নির্দেশনামূলক মেসেজ দিবে বরং কমিউনিস্টরা মূলত মজুর ও

মজুর পক্ষীয়দের সাথে কমিউনিজমের বিষয় সমূহ আলোচনা–পর্যালোচনা, শেয়ার ও কমিউনিকেট করে বটে কমিউনিজমের লক্ষ্যে কাজ করতে সংগঠিত ও একতাবদ্ধ হতে।

অতঃপর, আমরা ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডমের সদস্যরা আমাদের মতামত, অভিমত ও বক্তব্য প্রকাশ করি কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের জন্য। অতঃপর, শোষণ বিরোধী তাই পুঁজির শৃংখল হতে মুক্তি প্রত্যাশী বন্ধুদের সাথে আলোচনা করা বৈ পুঁজির পক্ষীয় কারো সাথে আমরা তর্ক – বিতর্ক বা ঝগড়া করার প্রশ্ন অবান্তর। তবে,কমিউনিস্টরা বৈরী পক্ষকেও অমর্যাদা না করেই আলোচনায় অসম্মতির কথা সাফ জানিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।বস্তুত, সমতার নীতিগত কারণেই কমিউনিস্টরা কাউকে অমর্যাদা, অবজ্ঞা, হেয় বা অবমূল্যায়িত বা প্ররোচিত–প্রভাবিত করার মতো অসমতার বোধ মুক্ত হতে সচেষ্ট বলেই কমিউনিস্টরা নীতিগত মতামত প্রকাশে নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী।

অতঃপর, আমার বিষয়ে লেনিনবাদীদের বর্ণিত অভিযোগ ও দাবী সমূহের জবাব দেওয়াটা আমার নৈতিক দায় বলেই খুবই সংক্ষেপে যা বলতে হচ্ছে তা এই:

যারা সি আই এ সহ আরো যাদের দালাল বলে আমাকে অভিযুক্ত ও শনাক্ত করে থাকেন তারা কি কেহ বলবেন যে আমাদের কোন বইয়ে বা লেখায় সি আই এ সহ উল্লেখিতদের স্বার্থে নিদেনপক্ষে একটি বাক্য বা বাক্যাংশ আছে? অথবা, আমরা যে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক মজুরি দাসত্ব বিলোপের মাধ্যমে পুঁজি , পুঁজিপতি ও পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে পুঁজিতন্ত্রী শোষণ–শাসন হতে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনের কথা বলছি তা কি সি আই এ সহ বর্ণিতরা বলে বা লিখে? সি আই এ সহ পুঁজিপতিরা কি মজুর শ্রেণী কর্তৃক পুঁজি বিলুপ্তির পক্ষে? পুঁজিপতিরা কি পুঁজির স্বার্থ ভিন্ন কিছু করার কথা বিবেচনা করে? তা পুঁজিপতিরা কেন আমাকে টাকা দিবে? তবে, প্রমাণে উপযুক্ত মাশুল দিতে সম্মত আছি।

বাড়ী–গাড়ী,ব্যাংক ব্যালান্স ইত্যাদিতো লুকানোর সুযোগ নাই যেমন লুকানো যায় না আগুন। তা আমার বাড়ী–গাড়ীর প্রামাণ্য দলিল–পত্র নিয়ে যিনি আসবেন তাকেই প্রামাণ্য অংকের দ্বিগুণ দিয়ে দিব।

দাসযুগের গুরুজীরা নিজেদেরকে সর্বজ্ঞ দাবী করে অধীতজনদের অজ্ঞ–মূর্খ বলার রীতি চালু করেছিল পরজীবীতার স্বার্থে। কিন্তু, দুনিয়ার কেহই সব কিছু জানে না আবার একদম কিছু না জেনে অজ্ঞ ও মূর্খ হিসাবে জীবন

যাপনের সুযোগ নাই কারোই। তবে, জানা-বুঝার জন্য প্রত্যেকেই আন্তঃনির্ভরতার সম্পর্কাধীন। তদুপরি, তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে বিদ্যমান বিষয়ে যে যখন যা জানতে চায় তা জানার সুযোগ আছে। অতঃপর, গুরুজীদের উপযোগিতা এখন তলানিতে । তবু, দাসযুগের গুরুজীদের মতো করে কারো জানা-বুঝা বা অজ্ঞতা-মূর্খতার বহর কাল্পনিকভাবে নির্ণয় করা অপচেষ্টা না করে বরং যে কারো বক্তব্যকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে খন্ডন করা আধুনিক নিদান সম্মত নয় কি? তাছাড়া, আমিতো আপনাদের দলের নেতা হতে চাচ্ছি না যে আমার যোগ্যতার সনদের অভাব দেখিয়ে আমার প্রার্থীতা খারিজ করবেন। অতঃপর, আমাকে অজ্ঞ-মূর্খ ইত্যাদি বলতে গিয়ে আপনাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তথা লেনিনীয় রাজনীতি যে দাসযুগের গর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে তা প্রমাণ করলেন না?

শাহবাগে যাদের সাথে আড্ডাবাজি করি তাদের নাম-ধাম ও পরিচয় সহ আড্ডাবাজির জায়গাগুলোর পরিচিতি জানালে ভাল হয় না? তাতে, ঔসব আড্ডাবাজ বন্ধুদের সাথে হৈ হল্লা করার আমন্ত্রণে হলেও মাঝে মাঝে শাহবাগ যাওয়ার ইচ্ছে হতে পারে।

আমি কখনো কোনো আন্দোলন করিনি অথচ ঘরে বসে লেনিন ও তার শিষ্যদের কুৎসা রটনা করি? আজো তেমন কোনো কুৎসার নজির হাজির করেছেন? উল্লেখ্য, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে হলে প্রথমে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক বটে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বা কোনো নির্দোষীকে দোষী এমনকি মিথ্যাবাদী বলাটাও বুর্জোয়া নিদানেও দোষণীয়। কিন্তু,যে খুনি এবং খুন করার উপযুক্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে খুনি না বলাটা ভীরুতা বা স্বার্থপরতা হলেও খুনিকে খুনি বলাটা কুৎসা নয় বরং যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত। খুনি, বর্বর ও প্রতারক লেনিন মজুরদের যে অপূরণীয় ক্ষতি করে মজুর শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে অগণন দুস্কর্ম করেছে সময়, সুযোগ ও স্থানাভাবে সেসবের পুরো ফিরিস্তি নয় বরং কিছু কিছু বিবরণ উপযুক্ত তথ্য- প্রমাণসহ উপস্থাপন করাটা কি কুৎসা রটনা নাকি মজুর পক্ষীয় একজন সত্যান্বেষীর উপযুক্ত কাজ?

আন্দোলন? যারা আমাকে চিনে ও জানে বা যাদের সাথে আমি একত্রে কাজ করেছি তারা বর্ণিত অভিযোগের অসারতা বিষয়ে জানেন না তাতো নয়। তবে, জানা সত্ত্বেও যারা নিজ নিজ শিষ্যদের মিথ্যাচারে উসকানী দেয় তাদেরকে কি বলা যায়?

আমার গ্রামের বাড়ী অঞ্চলের বয়স্কজনেরা বলবে যে স্কুল জীবনেই বলা চলে কৈশোরের শুরুতেই আমি স্থানীয় মোড়ল-মাতুব্বরদের সামাজিক অনাচার-অবিচার; এবং জাল দলিল, জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সরব হয়ে গ্রামীণ রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে নানান মিথ্যা মামলায়ও অভিযুক্ত হয়েছি। স্কুলের গন্ডী অতিক্রম করার বেশ আগেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে যা যা করেছি তাতো অনেকেরই জানা কিন্তু সনদ নেইনি। ১৯৭২ সাল হতে রিলিফ চুরি, গরু চুরি, জুয়া, ঘুষ, দুর্নীতি সহ স্থানীয় অনাচারের বিরুদ্ধে কত ধরণের আন্দোলন করেছি তাতো জানত বটে লীগের নেতারাও। ১৯৭৩ সালের শুরুর দিকে একটি গোপন লেনিনবাদী দলে যুক্ত হয়ে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নানান দায়-দায়িত্ব যে পালন করেছি তাতো জানেন অনেকেই। মূল দলের শীর্ষ মোড়ল মন্ডলীর সদস্য হিসাবে তৎকালে দলের সেক্রেটারীসহ নানান নেতার সাথে আন্তঃসংগ্রামে ও দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি বলেই সেনা শাসক স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাকালে ১৫ দলীয় জোটে দলের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা কালীন ১৯৮৪ সালে বংগভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংলাপে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সমেত অংশ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি কি না এবং পরবর্তীতে ৩ জোটের লিঁয়াজো কমিটিতে দলীয় প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৯০ সালে ৩ জোটের রূপরেখা প্রনয়ণ, ৫দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় জনসভায় তা পাঠ ও তদ্বিষয়ে দায়িত্বপালন সহ জাতীয় পর্যায়ে দল ও জোটের দেয় দায়িত্ব পালন করেছি কিনা তাতো সেসময়কার মিডিয়ায়ও পাওয়া যাবে। কমিউনিস্ট ঐক্যের নামে লেনিনবাদী নানান ভগ্নাংশের মধ্যে ঐক্য গড়ার কাজ যে কেন্দ্রীয় মোড়ল হিসাবে করেছি তার সাক্ষ্যতো নানান দলীয় নানান মুখপত্রেও পাওয়া যাবে। ১৯৮৮ সালে দলীয় সিদ্ধান্তে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কৃষক ক্ষেতমজুরদের স্থানীয় ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার কাজও করেছি দলীয় সিদ্ধান্তে তার প্রমাণতো হাতিয়া হতে পার্বতীপুরের রাণীরহাট পর্যন্ত পাওয়া যাবে। কৃষকদের নানান দাবীসহ ক্ষেতমজুরদের জন্য খাস সম্পত্তি দখলে বাঁশের লাঠি ও লালটুপি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে বাহিনীর উপপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কয়টি মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়েছি তাতো আদালত সহ পুলিশের রেকর্ডে আছে। ১৯৮৮ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়াত্তখাত রক্ষা সহ বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের নানান দাবীতে গড়ে উঠা শ্রমিক–কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক তথা

কেন্দ্রীয় মুখপাত্র হিসাবে ১৭ জন শ্রমিকের জীবন দান ও চাকুরীচ্যুতি সহ অনেক শ্রমিক নানান ধরণের দন্ডে দন্ডিত হওয়ার মতো জংগী আন্দোলনে কি ধরণের ভূমিকা পালন করেছি তার সাক্ষ্যতো সেসব ধর্মঘট-অবরোধ আন্দোলনে অংশ নেওয়া, আটকাপড়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানুষজন সহ নানান ধরণের মিছিল,শোভাযাত্রা, সভা-সমাবেশ ও মহাসমাবেশ সংশ্লিষ্টসহ রাংগুনিয়া হতে সেতাবগঞ্জের শিল্প কারখানার বহুজন এবং বিবিসি, ভোয়া, সমেত দেশী-বিদেশী মিডিয়া ও সরকারী নথিপত্র । ১৯৮৮ সাল হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩ জন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বা সম্মতিতে বর্ণিত সংগ্রাম পরিষদের মুখপাত্র এবং জাতীয় ভিত্তিক একটি শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে স্কপের কেন্দ্রীয় মোড়ল হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৩ সরকারের আমলে অনূন্য ১০ টি জাতীয় পর্যায়ের চুক্তি যে শ্রমিকদের পক্ষে স্বাক্ষর করেছি তার প্রমাণতো সরকারী মহাফেজ খানায় পাওয়া যাবে। ভারত-বাংলা পানি সংকট নিরসনে এবং বন্যা সহ বাংলাদেশের পানি সমস্যা সমাধানে ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা লংমার্চে অংশী হওয়া, ৮০ ও ৯০ এর দশকে পানি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং সভা-সমাবেশ আয়োজনে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন, সিপিআই (এম), সিপিআই, ও কংগ্রেসের শীর্ষ পর্যায়ের

নেতাদের সাথে পানি সমস্যা সমাধান বিষয়ে নানান সময়ে আলোচনা করা এবং কেরালার কোচি সহ ভারতের নানান স্থানে শ্রমিক সভা সহ নানান সভায় তা উত্থাপন করা; বাংলাদেশ হতে সংগ্রহ করে ফিদেলের দুঃশাসনে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কিউবায় ত্রাণ পাঠানোর দায়িত্ব পালন করা ; এবং বাংলাদেশে বন্যাত্রাণে অনূন্য ৩ বার দলের জাতীয় ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব যে পালন করেছি তাওতো দলীয়, সরকারী ও বেসরকারী রেকর্ডে পাওয়া যাবে। ২০০৪ সালে দল হতে অব্যাহতি নিলেও ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নানান পেশার কয়েকজন ব্যক্তি মিলে খুলনার খালিশপুর সহ বিভিন্ন জুট মিলে শ্রমিক-জনসভা করে শেষত তৎকালে নিষিদ্ধ ধর্মঘট আহবান ও অনুষ্ঠানে কি কি ভূমিকা পালন করেছি তাতো সংশ্লিষ্টজনেরা সহ মিডিয়ার বিবরণে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, জংগীবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সহ আইন ও বিচার বিভাগের অনিয়ম ও বেআইনী কার্যাদির বিরুদ্ধে ২০০৫ সাল হতে প্রথম আলো, যুগান্তর, জনকণ্ঠ সহ নানান দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় লিখে সেসব বাস্তবায়নে যে সব কাজ করেছি তন্মধ্যে একটিতো বলতে পারি বটে। ২০০৭ সালের শেষ দিকে কৃত্রিম ভাবে চাউলের দাম বাড়িয়ে দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা তৈরী করা হয়েছিল।

তখন, সভা-সমাবেশ বন্ধ। দেশের সাবেক ৩ প্রধানমন্ত্রী কারা বন্দী। পলাতক নেতারা সহ কেহই চাউলের অস্বাভাবিক মূল্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার নজির তেমন একটা নাই। কিন্তু,কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সংগঠিত করে ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে আমি একটি সেমিনারের আবরণে ১১ দফা দাবী সম্বলিত একটি মূল বক্তব্য লিখে তা উপস্থাপন করে চাউলের স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিত করা সহ খাদ্য উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবী করে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভংগ করে গণ মিছিল অনুষ্ঠান করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলাম। অতঃপর, কেবল চাউলের দামই কমেনি বরং গণ মিছিলের ঘোষিত তারিখের আগেই তৎকালীন খাদ্য উপদেষ্টা তার পদটি ত্যাগ করেছিলেন। সেসময়কার মিডিয়ায় সে সব বিবরণ আছে।

অতঃপর, বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফের কর্তারাতো বটেই বলা চলে গ্রাম্য মেম্বার, চৌকিদার হতে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী কার বিরুদ্ধে লড়াই করিনি লেনিনীয় দায়বোধে বাংলাদেশটাকে একটি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানিয়ে কাংখিত সাম্যের মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মোহে ? কিন্তু, ফলাফল- কেবল শূন্য নয় বরং শূন্য মাইনাস । কারণ, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি-সাম্যের সমাজতন্ত্র একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ বৈ

একটি রাষ্ট্র নয় আর এককভাবে একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অথচ, লেনিনবাদ? আসলে লেনিনীয় মতবাদতো মুক্তির নয় বা নয় সমতার বা নয় বিজ্ঞানের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের। অথচ, শোষণ মুক্ত সমাজে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসাবে জীবন-যাপনের মোহে বিবৃত কাজগুলো করেছিলাম বটে লেনিন-মাওদের সৃষ্ট মিথ, মিথ্যা-ভুয়াবোধ,বিভ্রম ও আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে। স্রেফ বোকামী।

উল্লেখ্য, লেনিনবাদীদের তথাকথিত মার্কসবাদ নয় বরং মার্কস আবিষ্কার করেছেন বটে কমিউনিজমের বিজ্ঞান । অতঃপর, লেনিন ও লেনিনবাদী রাজনীতির কারণে দুনিয়ার মজুরদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সে সব বিবরণ দেওয়া ছাড়াও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের রচিত ও প্রকাশিত বই-পুস্তক ও বক্তব্যে আর এমন কি কি বলেছি যাতে নানান দেশের লেনিনবাদী মোড়ল-মাতুব্বর ও তাদের শিষ্যরা ক্ষ্যাপে গিয়ে স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে তাদের মহাগুরু লেনিনকে ডিফেন্ড করতে অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে এবং তদার্থে নিজেদের অযোগ্যতার পরিচয় নিশ্চিত করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও গালাগালকে সম্বল করেছেন তা সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে-

অগণন পণ্যের সমাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র। পুঁজিতন্ত্রে পণ্য উৎপাদন করতে পণ্য উৎপন্নকারী মজুরদের সম্পর্ক হচ্ছে আন্তঃনির্ভরতার সহযোগিতামূলক। পণ্য উৎপাদনে কোনো মজুরই নয় গুরুত্বহীন বা কেহ নয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বরং পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনে প্রত্যেকে মজুর সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন মজুরও যদি একটি পণ্য উৎপন্নে তার অংশের কাজটি ঠিক-ঠাকভাবে না করে বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তবে পণ্যটি যথাযথভাবে যথানিয়মে ও যথাসময়ে উৎপন্ন হয় না। পণ্য উৎপন্নে শ্রমও সমতাবাদী, এবং পণ্যও সম মূল্যে বিনিময় হয়। তাই, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটিই মানুষে মানুষে সমতার বোধ সৃজন করে। অতঃপর, সমতাবাদী সমাজ তথা সমানদের সমাজ-সমাজতন্ত্রের নীতি তথা কমিউনিস্ট নীতি পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতির ফসল। সুতরাং, কোনো বিশেষ গুণে গুণান্বিত বা কথিত অসাধারণ কোনো ব্যক্তি বা কোনো সমাজ সংস্কারকের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো নীতি কমিউনিস্ট নীতি নয়। তবে, পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানাধীন ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষীয় ধারণা ও চেতনা মুক্ত তাই পণ্য উৎপন্নকারীদের পক্ষভুক্ত ব্যক্তি যিনি বা যারা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি খোলা চোখে দেখেন, জানেন, বুঝেন তিনি বা তারা কমিউনিস্ট নীতি সূত্রবদ্ধ করতে উপযুক্ত, যোগ্য ও সক্ষম। মার্কস ও এ্যাংগেলস দুজনেই পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটা যথাযথভাবে

দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন এবং পণ্য ও পুঁজি বিষয়ক নীতিগুলো যথার্থভাবে সূত্রায়িত করেছেন। তাই, কমিউনিজমের নীতির মৌলিক বিষয়গুলি যেমন তারা বুঝেছেন তেমন কমিউনিজমের মৌলিক তবে প্রাথমিক নীতিগুলো সূত্রায়ন করছেন।

দার্শনিক বা মতাদর্শিক বা রাজনৈতিক বোধ বা দৃষ্টিভংগিতে দেখে বা বুঝে নয় বরং পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিকে বুঝতে হয় ঠিক পণ্য যেভাবে উৎপন্ন হয় ঠিক সেভাবেই অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে। পণ্যের মালিক পুঁজিপতিরা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটা বুঝে বটে কিন্তু, পণ্যের অপরিশোধিত অংশের দাম নিজ তহবিলে ভরে পণ্যের মালিক বনতে হয় বলে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে তাদেরকে মিথ্যাচার করতে হয়। অতঃপর, পণ্যের মালিক–পুঁজিপতির মালিকানার সাফাই দিতে পুঁজিপতিদের শোষকদের রাজনৈতিক সেবকরা কমিউনিজম সহ পণ্য বিষয়ে নানান মিথ্যা, ভুয়া ও অসত্য কথা বটে বলে অতিতের শোষকদের সেবক– রাজনৈতিক মোড়ল ও গুরুজীদের আদলে অর্থাৎ পণ্য ও পুঁজি, পুঁজিতন্ত্র ইত্যকার বিষয়ে বিজ্ঞান নয় বরং তারা রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও দার্শনিক কথা বলে ক্ষেত্রে বিশেষে সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে দাসতান্ত্রিক রাজনীতির বিবরণ জুড়ে দেয়।

এসব মতবাদিক বা রাজনৈতিক বোলচালের দ্বারা পণ্য উৎপন্নকারী মজুরদেরকে এখনো বিভ্রান্ত করতে পেরেছে বটে লেনিন, স্তালিন, মাও সহ পুঁজিতন্ত্রীদের তাবৎ সেবকেরা। তবে, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবক– লেনিন সেসব ভন্ড, দুরন্ধর, চালাক– চতুর , প্রতারক, ও মিথ্যাবাদী রাজনীতিকদের অন্যতম পান্ডা। ট্রটস্কি, স্তালিন, মাও, হোচিমিন, কিম , হোক্সা, ফিদেল প্রমূখ লেনিনবাদী মোড়লেরা লেনিনের মতোই পণ্য মুক্ত সমাজ –কমিউনিজমতো বটেই এমনকি, পুঁজিতন্ত্র– বেশুমার পণ্যের আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে বেশুমার মিথ্যাচার করেছে কেবলই মজুর শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে হাজারো বর্বরতা–নিষ্ঠুরতায় ভরপুর তাই দমবদ্ধ হওয়া বিষাক্ত তবে বিপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে।

পণ্যের বেচা–কেনার জন্য পণ্যের দাম ও অপরাপর সুযোগ–সুবিধা বিষয়ে পণ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ঐকমত্য ও সহযোগিতা আবশ্যক। উভয় পক্ষ পণ্যের মান–দাম ও সুযোগ–সুবিধা বিষয়ে একমত না হলে এবং পণ্যটি ক্রয় ও বিক্রয়ে উভয়পক্ষ সম্মত না হলে এবং সে সম্মতি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা না করলে পণ্যটি ক্রয় বা বিক্রয় হয় না। অতঃপর, পণ্য উৎপন্নে মজুরদের আন্তঃনির্ভরতার সহযোগিতার মতোই পণ্য ক্রয়–বিক্রয়ে

ক্রেতা-বিক্রেতার সহমত ও সহযোগিতা বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক। উল্লেখ্য, পণ্য কেনা-বেচা না হলে নতুন পুঁজি গঠন বা আহরণতো দূরের বিষয় বরং পণ্য মালিক পণ্য উৎপাদনে যে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তাও ফেরত পায় না অর্থাৎ পণ্য বিক্রি না হলে পণ্যের মালিক- পুঁজিপতি তার পুঁজি হারায়। সুতরাং, পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বেচা-কেনা এই উভয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা হচ্ছে নীতিগত শর্ত অর্থাৎ সমগ্র পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটি হচ্ছে মূলত সহযোগিতা ও আন্তঃনির্ভরতার। তাই, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটিই কমিউনিস্ট নীতি তথা সমতা ও সহযোগীতার নীতিবোধ উৎপন্ন করছে। কমিউনিস্টরা সেই নীতি বাস্তবায়নে দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করার কাজ করা বৈ নিজেদের মস্তিষ্ক হতে কোনো বানোয়াটি নীতি বা নীতিগুচ্ছ তৈরী করে না। অথচ, লেনিন, মাওরা কমিউনিজমের নাম করে এমনকি নানান স্ববিরোধী বা পরস্পর বিরোধী নীতি বা নীতিগুচ্ছ তৈরী করেছে নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণে।

পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বেচা-কেনা একটি সহযোগিতা মূলক উৎপাদন পদ্ধতি হলেও পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটি ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক হওয়ায় পণ্য উৎপন্নের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজি গঠন তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করা এবং তা করতে

একদিকে যেমন পণ্য উৎপন্নকারী মজুরকে শোষণ করতে হয় অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের সাথে সম্পত্তিবানদের প্রতিযোগিতা করতে হয়। তাইতো, ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির পুঁজিতন্ত্রে শোষণ, শাসন, পীড়ন, দমন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ,সংঘাত, যুদ্ধ, বৈরীতা, বৈষম্য, বিভাজন ও অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। অতঃপর, মজুরদের সম্মিলিত বা সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের ব্যক্তিমালিকানা পণ্য উৎপাদন প্রণালীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সমাজের কাংখিত অগ্রগতি ও প্রগতিতে ব্যক্তিমালিকানা বাধা ও প্রতিবন্ধক বটে। উল্লেখ্য, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায় সমূহের মালিক তা হোক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা হোক কোনো কোম্পানী বা সমবায় বা রাষ্ট্র তাতে মজুরদের শ্রম-শোষণ করে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে পুঁজিতন্ত্রী উদ্দেশ্যের কোনো হের-ফের হয় না। তাই, ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিশেষত পুঁজির সংকট ও সমস্যাদি কি রাষ্ট্রীক মালিকানা বা সমবায়িক মালিকানা বা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর মালিকানা দিয়ে সমাধান হয় না বরং সংকট ও সমস্যাগুলো বাড়ে।

পণ্য উৎপন্ন ও বিনিময়ে তথা কেনা-বেচায় সহযোগীতার নীতি বৈ প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা বিরোধ-বৈরীতার

নীতি কেবল অনাবশ্যক নয় বরং ক্ষতিকর। অথচ, পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা সেহেতু মজুরদের সামাজিক শ্রমে তথা সহযোগিতামূলক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পণ্যের মালিক হয় বটে পুঁজিপতি যার শ্রম পণ্যে নিষিক্ত হয়নি। পণ্যের অনুরূপ মালিকানা শোষক মালিক শ্রেণীর আইনে বৈধ কিন্তু বিজ্ঞান সম্মতভাবে তথা ন্যায় সংগতভাবে অন্যায় ও অন্যায্য। অতঃপর, পণ্য উৎপন্নকারী মজুরেরা পণ্যটির মালিকানা লাভ করে না বলে পণ্যটিতে নিষিক্ত তাদের শ্রমের মালিকও তারা নয়। তাই, মজুরেরা তাদের শ্রম বিক্রি করতে পারে না তবে, মজুরেরা বিক্রি করে বটে তাদের শ্রম–শক্তি। অতঃপর, পণ্যের দাম নয় বরং মজুরেরা পায় বটে মজুরী যা হচ্ছে মজুরের শ্রম–শক্তির দাম। কিন্তু, পণ্যের দুটি উপাদানের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যেটির ব্যবহার মূল্য থাকলেও বিনিময় মূল্য নাই। তাই, পণ্যের দাম তথা পণ্যের বিনিময় মূল্য হচ্ছে পণ্যে নিষিক্ত মজুরি শ্রম। অতঃপর, পণ্য মূল্য হতে পণ্য উৎপন্নে বিনিয়োজিত পুঁজি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে পুঁজি। পণ্য উৎপন্নে পুঁজিপতি দুভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে– (১) স্থায়ী পুঁজি; এবং (২) অস্থায়ী পুঁজি।

উল্লেখ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠা, রক্ষণা–বেক্ষণ, কাঁচা মাল, জ্বালানী সহ নানান ইউটিলিটি সার্ভিস ইত্যাদি খাতে বিনিয়োজিত পুঁজি

হচ্ছে স্থায়ী পুঁজি। তবে, স্থায়ী পুঁজি হতে পণ্যে আনুপাতিক হারে সমপরিমাণ মূল্য সংযোজিত হয় বলে স্থায়ী পুঁজি পণ্যে কোনো নতুন মূল্য সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ কোনো পণ্যে স্থায়ী পুঁজির অংশ হতে যদি ১০ টাকা স্থানান্তরিত হয় তবে পণ্যের মোট দামে তার পরিমাণ ১০ টাকাই । আর, পণ্য উৎপন্নে মজুরি খাতে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় তা হচ্ছে অস্থায়ী পুঁজি।

অতঃপর, কোনো পণ্যে যদি স্থায়ী পুঁজির পরিমাণ হয় ১০ টাকা আর অস্থায়ী পুঁজির পরিমাণ হয় ৪ টাকা। তাহলে, পণ্যটি উৎপন্নে পুঁজিপতি বিনিয়োগ করেছে– ১০+৪= ১৪ টাকা। কিন্তু, পণ্যটির বাজার দাম হচ্ছে ২০ টাকা। পণ্যটি বিক্রি করে পুঁজিপতি ২০ টাকা পেল বটে কিন্তু খরচ করল ১৪ টাকা। সুতরাং, অতিরিক্ত এই ৬ টাকা হচ্ছে পুঁজিপতির পুঁজি। তবে, এই ৬ টাকা হতে পণ্য বিক্রেতা, সরকার, ব্যাংক ইত্যাদিকে একটা অংশ দিতে হয় খাজনা, মুনাফা,সুদ, কর ইত্যাদি হিসাবে যা পণ্য বিক্রি ও উৎপাদন পদ্ধতিকে সচল রাখতে আবশ্যক। উল্লেখ্য, বিবৃত ৬ টাকা কিন্তু, স্থায়ী পুঁজি হতে নয় বরং উৎপন্ন হয়েছে মজুরি হিসাবে দেয় ৪ টাকা হতে অর্থাৎ অস্থায়ী পুঁজি হতে । অতঃপর, মজুর তার শ্রমে পুঁজিপতির জন্য ১০ টাকার মূল্য পণ্যে সৃষ্টি করে মজুরি

হিসাবে পেল মাত্র ৪ টাকা। তাই, পুঁজিপতির বিনিয়োজিত স্থায়ী পুঁজি হতে নয় বরং অস্থায়ী পুঁজি হতে ৬টাকা হাসিল করল যা মজুরের শ্রমে উৎপন্ন হয়েছে। ১০+৪= ১৪ টাকা বিনিয়োগ করে পণ্যটিতে সৃষ্ট ২০টাকা মূল্যের মধ্যেকার অতিরিক্ত ৬ টাকার জন্য পুঁজিপতি কোনো দাম দেয়নি বা কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করেনি বলে পুঁজিপতি কার্যত তার বিনিয়োজিত অস্থায়ী পুজির অংশ– ৪ টাকা হতে সৃষ্ট ১০ টাকা হতে বর্ণিত ৬ টাকা পেল যা হচ্ছে তার নতুন পুঁজি। অতঃপর, উক্ত ৬ টাকা গ্রহণ করার জন্য পুঁজিপতি কোনো বিনিয়োগ করেনি বলে পণ্যটির মূল্য হতে প্রাপ্ত উক্ত ৬ টাকা হচ্ছে পণ্যটির অপরিশোধিত অংশ অর্থাৎ পুঁজি। তাই, পণ্যের অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে পুঁজি। আবার, মজুর মজুরি বাবত পেল ৪ টাকা কিন্তু, পণ্যটিতে মূল্য সৃষ্টি করেছে ১০টাকা। বর্ণিত পণ্যের ১০টাকাই হচ্ছে মজুরের শ্রম যা সে বিক্রি করার সুযোগহীন। মজুরির বিনিময়ে মজুর বিক্রি করে তার শ্রম–শক্তি কিন্তু পুঁজিপতি মজুর হতে পায় মজুরের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া– শ্রম যা নিষিক্ত হয় পণ্যে এবং পণ্যটি মূল্য হিসাবে প্রকাশিত হয়। তবে, পণ্য মূল্য পায় বটে পুঁজিপতি কিন্তু পণ্যটিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত–মূল্য যা সৃষ্টি করেছে মজুর তাও পায় বটে পুঁজিপতি। তাই, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং,

পুঁজি হচ্ছে পণ্যের অপরিশোধিত অংশ তথা অপরিশোধিত শ্রম অর্থাৎ মৃত শ্রম যা টিকে থাকে জীবন্ত শ্রম খেয়ে।

সুতরাং , মজুরের শ্রম শোষণের ফল হচ্ছে পুঁজি অর্থাৎ পুঁজি হচ্ছে মৃত শ্রম। তাই, পণ্যের মালিক–পুঁজিপতি হচ্ছে মজুরের শ্রম শোষক আর মজুর হচ্ছে শোষিত। ফলে, দুই শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক এবং তা পণ্যের অতঃপর, পুঁজির জন্মসূত্রে সৃষ্ট। তাই, শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর সম্পর্ক বন্ধুত্ব বা সহযোগিতামূলক নয় বরং বৈরীতা ও বৈষম্যমূলক। সেমতো, পুঁজিপতি শ্রেণী লিপ্ত থাকে কি করে শোষণের হারটা বাড়িয়ে মজুরদেরকে অধিকতর হারে শোষণ করে পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণটা বাড়ানো যায়। ফলে, মজুরদের সাথে সহযোগিতার পরিবর্তে লোভী–নিষ্ঠুর ও হিংস্র পুঁজিপতি শ্রেণী এক ভয়ানক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে সব সময় কেবলই অধিকহারে শোষণ করে অধিক হতে অধিকতর পুঁজির মালিক বনতে।

আসলে, পুঁজিতো একটা সামাজিক ক্ষমতাও বটে। তাইতো, পুঁজিপতি নয় বরং ক্ষমতা হচ্ছে পুঁজির বিধায় পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিপতি মাত্রই ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনে বাধ্য। কিন্তু, পুনরুৎপাদনের ফলে উৎপাদিত হয় অতিরিক্ত পণ্য ফলে, পণ্য বিক্রি করতে ইউরোপের

পুঁজিপতিরা সমগ্র পৃথিবী দখল করে পুঁজিতন্ত্রী ধাঁচে পৃথিবীকে গড়ে তোলেও অবিক্রিত পণ্যের বোঝার চাপে দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ করেছে। আসলে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন করে পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্য বিক্রির সংকটে তথা মন্দায় পড়ে। ফলে, পুঁজির অস্তিত্বের অপর শর্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয় বলে পুঁজি নিজেই নিজের সংকট ও সমস্যা তৈরী করছে যা হতে নিস্তার নাই পুঁজিপতি শ্রেণীর। তাই, সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের ইচ্ছেতো নয় বরং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বটে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে। অতঃপর, পুঁজিপতি মাত্রই পুঁজির গোলাম।

অতঃপর, সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের ব্যক্তিগত মালিকানা হচ্ছে খোদ পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়াটির সহিত বৈরী ও বিরোধমূলক তাই,অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সামাজিক ব্যবস্থা। পুঁজি যেহেতু পণ্যের অপরিশোধিত অংশ তাই পুঁজির মালিকানার ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুঁজি আহরণের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন করাটা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের লক্ষ্য হলেও পুঁজিতন্ত্রী মালিকানা অর্থাৎ পুঁজির ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক মালিকানা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈরীতাপূর্ণ। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে অসংখ্য বিরোধ-বৈরীতায় ভরপুর স্ববিরোধীতার এক সমাজ।

ইতোমধ্যে, বিবৃত হয়েছে যে, পণ্য বেচা-কেনায় ক্রেতা-বিক্রেতার সহমত, সম্মতি ও সহযোগিতা আবশ্যক। কিন্তু, ফিক্সড প্রাইস সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখা দোকানেও ক্রেতা-বিক্রেতার মুলামুলি হতে দেখা যায়। আবার, ফিক্সড প্রাইসের দোকান হতে পণ্য কিনেও দামে-মানে প্রতারিত হওয়ার নজির কম নয়। আসলে কেনা-বেচার প্রক্রিয়ায় জড়িত দুপক্ষই নিজেকে লাভবান করতে বিপরীত পক্ষকে কম সুবিধা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে কার্যত ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত বোধে। আবার, পণ্যের মালিকেরাও পণ্য বেচা-কেনায় পরস্পরের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। এই প্রতিযোগিতা যেমন এক পুঁজিপতির সহিত আরেক পুঁজিপতির তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীরও ।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্রে মজুরি নিয়ে দামাদামি করার সুযোগ মজুরদের নাই বটে তবে গতানুগতিক পুঁজিতন্ত্রে মজুর তার পণ্য অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তি কেনার ব্যক্তি তথা পুঁজিপতির নিকট বিক্রি করতে একই নিয়মে দামাদামি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাই, বেচা-কেনা সমেত পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটি মূলগতভাবে বা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও সহযোগিতামূলক হওয়া সত্ত্বেও পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটি

কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক হওয়ায় পুঁজিতন্ত্রে বিরামহীন প্রতিযোগিতা বিদ্যমান যা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির সাথে বৈরী, বিরোধার্থক, সামঞ্জস্যহীন তথা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে, পুঁজিতন্ত্র ভোগছে নিরাময় অযোগ্য তবে পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট মন্দা ও পুনঃপুন মন্দা সহ অসংখ্য বিরোধ–বৈরীতা , স্ববিরোধীতা ও অসামঞ্জস্যতায়।

অতঃপর, ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির পুনঃপুন মন্দা সহ অসংখ্য বিরোধ–বৈরীতা, স্ববিরোধীতা ও অসামঞ্জস্যতায় বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্র কার্যত মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বিধায় ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিতন্ত্র কার্যত অচল। অতঃপর, বিদ্যমান সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির উপযুক্ত ও যোগ্য মালিকানা যে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক মালিকানা নয় তাও নিশ্চিত করেছে খোদ পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রমাণ বটে লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অপরাপর লেনিনবাদী রাষ্ট্র। কাজেই, সমাজকে সচল ও স্বাভাবিক করার আবশ্যকতা ও তাগিদও সৃষ্টি করছে বটে বিদ্যমান সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে সৃষ্ট বিদ্যমান সকল স্ববিরোধীতা ও অসামঞ্জস্যতার সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য ব্যক্তি মালিকানার বিলোপনের বোধও । তাই, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির বিদ্যমান সংকট–সমস্যা ও বিরোধ,

বৈরীতা, স্ববিরোধীতা ও অসামঞ্জস্যতার কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন করে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত,যোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক মালিকানার নতুন সমাজের আবশ্যকতায় যাবতীয় তথ্য,তত্ত্ব সমেত যাবতীয় শর্ত ও ভিত্তি তৈরী করছে বটে খোদ পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিই।

উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক নতুন সমাজে সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি সমাজের সকলের জন্য সামাজিকভাবে সামাজিক উৎপাদন করবে এবং প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দরকার মতো যাবতীয় জিনিষ সমাজের তহবিল হতে গ্রহণ করবে। সেজন্য, সামাজিক মালিকানার সমতাবাদী সমাজে বেচা-কেনা নাই তাই ইহা পণ্যহীন বলে পুঁজিহীন। সুতরাং, সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম হচ্ছে শোষণহীন তাই শোষক ও শাসক হীন। অতঃপর, কমিউনিজম হচ্ছে শ্রেণীহীন তাই ইহা শ্রেণী শাসনের সকল ধরণের মতবাদিক অস্ত্রপাতি তথা মতাদর্শ, দর্শন, ও রাজনীতি মুক্ত বলে পরজীবিতার স্বার্থে দমন-পীড়ন ও প্ররোচনার জন্য পরজীবীদের সৃষ্ট সকল যন্ত্রপাতি তথা রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র ইত্যকার সকল সংগঠন হতে মুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। তাই, কমিউনিজমে

প্রত্যেকে স্বাধীন ও মুক্ত এবং বিজ্ঞানী মানুষ। সুতরাং, কমিউনিজমের জন্য ক্রিয়াশীল–কমিউনিস্টরা হচ্ছে স্বাধীনতা ক্ষুধার্ত, মুক্তি প্রেমী এবং বিজ্ঞানী।

প্রকৃতপক্ষে, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিটা হচ্ছে সহযোগিতামূলক ও সামাজিক আর পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক। তাই, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতির সহিত পণ্যের ব্যক্তিগত মালিকানার সামাজিক ব্যবস্থাপনাটা স্ববিরোধী, বৈপরীত্য ও বৈরীতায় ভরপুর বলেই পুঁজিতন্ত্র একটি স্ববিরোধীতার সমাজ। কিন্তু, উৎপাদনী পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যমূলক মালিকানা যে বিদ্যমান সকল সংকট ও সমস্যার সমাধান তাতো নিশ্চিত করছে বটে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই। সেজন্য, ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা হচ্ছে সামাজিক ও সহযোগিতামূলক শ্রমে উৎপন্ন উৎপাদন পদ্ধতির স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ। তাই, পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতির স্ববিরোধীতা ও অসামঞ্জস্যতায় সামাজিক মালিকানার কমিউনিজম হচ্ছে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির উৎপাদনী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে কমিউনিজম। তাই, কমিউনিজম হচ্ছে অনিবার্য্য।

পণ্য উৎপন্নে পণ্য উৎপন্নকারীরা তথা মজুরেরা সহযোগিতা, সামাজিকতা ও সমতার বোধের আর পণ্যের ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে পণ্য মালিক তথা পুঁজিপতিরা হচ্ছে প্রতিযোগিতা, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও অসমতার বোধের ধারক-বাহক। অতঃপর, ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতিই পণ্য উৎপাদনের শর্তে ও পণ্য বিনিময়ের সূত্রে অসংখ্য স্ববিরোধীতার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার সমতা বোধের সমাজ-কমিউনিজমের জন্য কমিউনিস্ট নীতি সমেত সেই নীতি বাস্তবায়নে শ্রমিক শ্রেণী সহ আবশ্যকীয় সকল হাতিয়ার সমেত সকল শর্ত ও ভিত্তি তৈরী করছে। অতঃপর, দুই বিপরীত নীতির স্রষ্ট্রা- পুঁজিতন্ত্র স্বীয় অস্তিত্বের শর্তে ও সূত্রে দুই বিপরীত শ্রেণী তথা ব্যক্তি মালিকানার পক্ষীয় শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী আর মালিকানাহীন শোষিত মজুর শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ হচ্ছে স্বাভাবিক বিষয়। সেমতো, পরস্পরের মুখোমুখি দন্ডায়মান দুই বিপরীত শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ এবং সামাজিক মালিকানার কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা । আর, এই দুই বিরোধী শ্রেণীর বিরোধের শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে

কমিউনিস্ট বিপ্লব। তাই, পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি বিলোপকারী হচ্ছে একা মজুর শ্রেণী অর্থাৎ কেবলমাত্র এবং একাকী মজুর শ্রেণী হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শ্রেণী।

সুতরাং, সামাজিক মালিকানার তাই সমতার সুতরাং সকলের পারস্পারিক সহযোগিতার তাই সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ– কমিউনিজম হচ্ছে পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতির স্বসৃষ্ট স্ববিরোধীতার স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু, লেনিন ও লেনিনবাদীরা?

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে উপনিবেশিকতার নীতি অনুসরণ করে বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজির ধাঁচে গড়ে তুলেছে। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে একটি বৈশ্বিক সমাজ। অতঃপর, কোনো একক দেশে পুঁজিবাদকে যেমন বিলীন বা প্রতিস্থাপন করা যায় না তেমন পুঁজিবাদ বিলীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিসীমাও স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং বিশ্বজনীন। তাইতো, মার্কস ও এ্যাংগেলস যথার্থভাবেই সূত্রায়ন করছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকের একতা।

অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করতে শ্রমিকদের একটি পার্টি–কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে এক অপরিহারযোগ্য শর্ত।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলতে বিষাক্ত লেনিনবাদকে বর্জন করা হচ্ছে বিকল্পহীন শর্ত। সে শর্তমতো আমাদের সেন্টার লেনিনবাদকে বর্জন করেছে। কিন্তু, লেনিনবাদী মোড়ল–মাতুব্বর সাহেবেরা আপনারা বিষাক্ত লেনিনবাদ বর্জন করবেন না দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক ধারণায় তথা গুরুভক্তির দাসোচিত চিন্তায় আপনাদের মহাগুরু লেনিনকে ও লেনিনের শিক্ষাকে আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন সেটাতো আপনাদের বিষয়। তবে, দাসযুগে, দাসদের কেহ কেহ বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু দাসোচিত চিন্তার লোকেরা গুরু ছাড়া জীবনে অচল তাই, দাসোচিত চিন্তার লোকেরা ইহলৌকিকতার বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্যও যোগ্য ও উপযুক্ত নয়। তদুপরি, শোষকেরা কেবল শোষকই নয় বরং শোষণকে গ্রাহ্যতা দিতে শোষণ বিষয়েও মিথ্যাচারী তাই, শোষকদের রাজনৈতিক সেবকরা কেবল মিথ্যাচারী নয় বরং প্রতারক, জালিয়াত ও ভন্ড। কিন্তু, সাজ পোষাকে তারা সাফ–সতুর যা

তাদের কদাকার চেহারা লুকাতে উপযুক্ত মুখোশ। কিন্তু, কেহ সেই মুখোশ ছিঁড়ে ফেললে সুন্দর-পরিপাটি পোষাকের আড়ালের কুৎসিত লোকটি তার পরজীবিতার সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতায় মুখোশ উন্মোচনকারীকে হত্যা করা সহ গালাগাল ও মিথ্যাচারকে সম্বল করে নিজের কর্তৃত্বের আসন ঠিক রাখতে তৎপর থাকে। এমন হিংস্র প্রবণতার রাজনীতি তথা ফেনাটিকিজমেরও পত্তন করেছে বটে দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক মোড়ল, মাতুব্বর ও গুরুজীরা। স্তালিন, মাও সহ আপনাদের নানান তরিকার লেনিনবাদীদের আরো আরো গুরুজীরা যে সেরকম হিংস্রতার বশে তাদের নিজেদের দলীয় নেতা ও বহু দিনের সহযোগী-বন্ধুদের নির্মমভাবে খুন করা সহ কথায় কথায় ভিন্নমত পোষণকারীদের সি আই এ'র দালাল আখ্যায়িত করে দলচ্যুত করেছে তার নজির কি কম?

অতঃপর, আপনারা লেনিনবাদী মাতুব্বর বা মাতুব্বরদের চেলা-চামুন্ডারা যে কোনো রকমের তথ্য প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই সি আই এ সমেত অমুক-তমুকের এজেন্ট বলে আমাকে গালাগাল করছেন তা যে আপনাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তাতো আপনারাও জানেন বটে। কিন্তু, সরি, আমরা আমাদের কাজটা করব । কারণ, মজুরেরা পণ্য উৎপন্নকারী তাই স্বশ্রমজীবি কিন্তু শোষিত ও দুর্ভোগ-দুর্দশাগ্রস্ত এবং

শৃংখলিত। তাই, শোষিত মজুরদের মুক্তি মজুরেরা নিজে অর্জন করা বৈ তাদের জন্য বিকল্প কোনো পথ নাই।তবে, পুরো সমাজকে মুক্ত না করে তথা সমগ্র সমাজকে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উৎপত্তিকৃত সকল শিকল ও শৃংখল হতে মুক্ত না করে মজুর শ্রেণী নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। তাই, মুক্তি অর্জনের জন্য পুঁজি বিলোপনের কাজটা মজুর শ্রেণীকে করতেই হবে। সেক্ষেত্রে, আপনারা রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদীরা যে সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে দুনিয়ার মজুরদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে যাচ্ছেন তা প্রকাশ করা কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য বিকল্পহীন শর্ত। আপনারা– পেশাদার রাজনীতিক তবে পরজীবি তাই, আপনারা পরজীবীতার পক্ষে বলে রাজনীতিরও পক্ষে। অথচ, কমিউনিজম হচ্ছে পরজীবীতা মুক্ত তাই, রাজনীতিহীন একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ।

ফাইনালী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ, যাচাই–বাচাই, পর্যালোচনা, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার করে মজুর শ্রেণীর মুক্তির কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম। প্রতিষ্ঠাকাল হতে আমি সেন্টারের সদস্য। গুড বাই।

শাহ্ আলম

সদস্য–

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

www.icwfreedom.org

e-mail: icwfreedom@gmail.com

Mob: 88+0171-5345-006 # 88+0164-2616-686.

Dhaka- 25th July, 2020.